বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ "বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য" হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি লাভ করায়
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আনন্দ র‍্যালি, আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

৭ মার্চের ভাষণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা: উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান

আজ শনিবার ২৫ নভেম্বর ২০১৭ইং তারিখ, সকাল ১১টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ "বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য" হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি লাভ করায় আনন্দ র‍্যালি, আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বি ব্লকে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। আনন্দ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডা. রোকেয়া সুলতানা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. এ এস এম জাকারিয়া স্বপন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল। আরো উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, কার্ডিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. সজল কৃষ্ণ ব্যানার্জী, নাক কান গলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান তরফদার, অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. নকুল কুমার দত্ত, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আব্দুল্লাহ আল হারুন, চীফ এস্টেট অফিসার ডা. একেএম শরীফুল ইসলাম, অধ্যাপক ডা. জহুরুল হক সাচ্চু, অধ্যাপক ডা. হারিসুল হক, সহযোগী অধ্যাপক ডা. ইন্দ্রজিৎ কুমার কুণ্ডু, সহকারী অধ্যাপক ডা. আরিফুল ইসলাম জোয়ারদার টিট, উপ-রেজিস্ট্রার ডা. শেখ আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে একটি আনন্দ র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অংশ প্রদক্ষিণ করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গিয়ে শেষ হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মহান স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে, ৭ মার্চের ভাষণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা। ৭ মার্চের ভাষণের কারণেই যুদ্ধকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতি বাঙালি জাতি অনুভব করেননি। মাননীয় উপাচার্য বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ সৃষ্টি হতো না। আজো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র চলছে। এসব ষড়যন্ত্র রুখে দিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে হবে। মাননীয় উপাচার্য আরো বলেন, আজো যারা বাংলাদেশে থেকে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, স্বাধীনতা বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে আঁতাত করে চলে তাদের নাগরিকত্ব থাকার কোনো অধিকার নেই। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ "বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য" হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি দেয়ায় আবার বাঙালি জাতি উজ্জীবিত হয়েছে। ৭ মার্চের ভাষণ এমন ভাষণ যা সব সময় বাঙালি জাতিকে প্রেরণা দেয় ও উজ্জীবিত করে। দেশবাসীকে একটা কথা মনে রাখতে হবে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাঁচলে, বাংলাদেশ বাঁচবে। তাই দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ৭-ই মার্চের ভাষণের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে স্বাধীনতা বিরোধীদের সকল ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চলমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।